২৬ মার্চ ২০১৮
স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

শোক থেকে শক্তি

অদম্য পদযাত্রা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের
সহায়তায়
হাঁটি এক মাইল

যাপিত জীবনে হাঁটা প্রাত্যহিকতা মাত্র। আমাদের হাঁটতে হয়- প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে হাঁটলে আটপৌরে কাজটিও অর্থবহ হতে পারে, যেমনটা হয় অভিযাত্রীদের ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালে একদল অভিযাত্রী দেশমাতার মুক্তির অভিপ্রায়ে 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা'য় হেঁটে অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মের আরেকদল 'অভিযাত্রী' গত পাঁচ বছর ধরে শহীদ মিনার থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত পদযাত্রা করে আসছে। এই পায়ে হাঁটা কর্মসূচিতে ২০১৬ সালে যুক্ত হয়েছিল নবতর মাত্রা। সেবার পদযাত্রা নিবেদিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও আয়োজিত অদম্য পদযাত্রায় হেঁটে আপনিও হতে পারেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ।

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা

এ বছর শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রায় যুক্ত হবে মেহেরপুরবাসী। ঢাকার আদলে মেহেরপুরে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। স্বাধীনতা দিবসের সকালে মেহেরপুর শহরের গণকবরে (স্মৃতিসৌধ) শ্রদ্ধা জানিয়ে পদযাত্রা শুরু হবে। মুজিবনগর সড়ক ধরে পায়ে পায়ে প্রায় পনের কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পদযাত্রীদল পৌঁছবে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে।

ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত পায়ে হাঁটার বিষয়টি প্রতিযোগিতার নয় বরং অনুভবের, শ্রদ্ধার, ভালোবাসার। ২৬ মার্চ ভোর ছয়টায় শহীদ মিনার থেকে হাঁটা শুরু করে পদযাত্রীদল জগন্নাথ

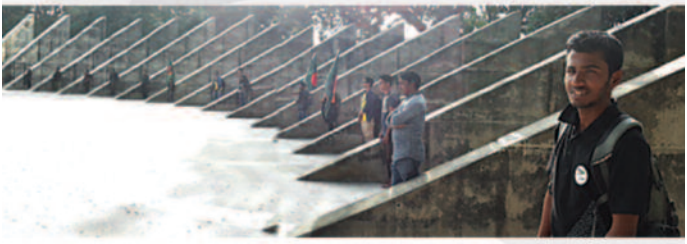

হল বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভিসি চত্বরের স্মৃতি চিরন্তনের পাশ দিয়ে নীলক্ষেত হয়ে কাঁটাবন, সায়েন্স ল্যাব, পিলখানা, জিগাতলা পেরিয়ে এগিয়ে যাবে মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজের দিকে। এখানে একাত্তরে বর্বর পাকিস্তানি-বাহিনী ও তাদের দোসর আল-বদর গোষ্ঠী পাশবিক নির্যাতনের ভয়ঙ্কর ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। অমানুষিক নির্যাতন শেষে বুদ্ধিজীবীদের এখান থেকে নেয়া হয় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। নীরবে খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে অভিযাত্রী দল হাঁটতে থাকবে বধ্যভূমির উদ্দেশে। সেখানে পুষ্পিত ভালোবাসা অর্পণ করে মোহাম্মদপুর হয়ে মিরপুর মাজার রোডে পৌঁছতে দৃষ্টিতে থাকবে আমিনবাজার ব্রিজ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলিতে হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে এ-পথেই ঢাকায় ফিরেছিলেন বীর যোদ্ধারা। বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পৌঁছে যাব দিয়াবাড়ি ঘাট। ঘাট থেকে নৌকায় তুরাগ নদী অতিক্রমের সময় পদযাত্রী দলের মানস পটে ভেসে উঠবে একাত্তরের ঘটনা। সেদিন শরণার্থীরা এভাবেই নৌকায় চেপে পাড়ি দিয়েছেন নিরুদ্দেশ গৃহহীন পথ। শত্রুসেনা নিধনে গেরিলা যোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে রাইফেল কাঁধে পাড়ি দিয়েছেন এমনই অ-নাগরিক পথ। তুরাগ নদীর বাঁকে বাঁকে ধান ক্ষেতের মধ্যে স্মৃতি জাগানিয়া বুড়ো হিজলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুপুর না গড়াতেই পদযাত্রীদল পৌঁছে যাবে সাদুল্ল্যাপুরের শতবর্ষী বটমূলে, দেশমাতার স্নেহ-ছায়াময় আঁচলতলে। সেখানে সহস্র লাল গোলাপের সারি আর বেগুনবাড়ি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আকরাইন

বাজারে হবে মধ্যাহ্ন ভোজ। এরপর মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিকামী বাঙালির সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতিঘেরা কলমা গ্রামের ছায়াময় মেঠোপথ ধরে পদযাত্রীদল সাভার ডেইরি ফার্ম পেরিয়ে এগিয়ে যাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢোকার আগে ডেইরি ফার্ম গেটে অবস্থিত শহীদ টিটোর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে জানাবে বিনম্র শ্রদ্ধা। অসম সমরে পাকিস্তানি বাহিনীকে নাজেহাল করে শহীদ হন অমিত-তেজ তরুণ টিটো। এই বীরত্বগাথায় উজ্জীবিত পদযাত্রী দল চলতে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল ইটের সু-উচ্চ শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে। পাখির কূজন শুনতে শুনতে শিমুল আর পলাশের পাঁপড়ি ছড়ানো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দল চলে যাবে ক্যাম্পাসের অপর প্রান্তের স্কুল গেটে। গেট পেরোলেই গোকুলনগর গ্রামের মেঠো পথ। এই পথে খানিক চললে চকিতে দৃষ্টিপথে জেগে উঠবে শক্তির সেই উজ্জ্বল শিখর: জাতীয় স্মৃতিসৌধ।

স্মৃতিসৌধের গায়ে দিনের শেষ আলো-লাগা ভালোলাগার মূহুর্তে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণে হাঁটু গেড়ে বসে অনেক কান্না, শ্রদ্ধা ও নীরবতার পর উচ্চারিত হবে তারুণ্যের দৃপ্ত শপথ :

"হে আমাদের মহান অগ্রজেরা, তোমাদের উপর অর্পিত কর্তব্য তোমরা পালন করেছো অসীম সাহসিকতায়, বিরল ভালবাসায় আর নিপুণ নিষ্ঠায়। কর্তব্যের সময় এবার আমাদের।

জীবন উৎসর্গকারী হে শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, তোমাদের সাহস, ভালোবাসা ও নিষ্ঠা সঞ্চারিত হোক আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে। শহীদের রক্তের মতো উজ্জ্বল জ্বলে উঠুক আমাদের মেধা-মনন, শিল্পবোধ ও রুচি। অসাম্প্রদায়িক মানবিকতা, জ্ঞান-দক্ষতা ও সাধনা-শক্তিতে সমাজ হয়ে উঠুক বলীয়ান।

যে মহান আত্মত্যাগে আমরা আজ উচ্চশির-স্বাধীন, সেই ত্যাগ স্মরণ করে শপথ নিই, তোমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না। যে শক্ত ভিত্তির পত্তন তোমরা করেছো, তারই উপর নির্মাণ করবো সৌধের পর সৌধ। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সৌধ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সৌধ, সম্প্রীতির সৌধ, জাতির নব জাগরণের সৌধ।"

হাঁটি এক মাইল

একুশ মাইল দীর্ঘ এই পদযাত্রায় সবাই হয়তো সবটা পথ হাঁটতে পারবেন না, তবে চাইলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী যে কেউ হাঁটতে পারেন এক মাইল। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে আপনিও হতে পারেন ইতিহাসের অংশী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ব্যানারসহ ছাত্রছাত্রীরা পদযাত্রায় অংশ নিতে পারবে এবং সম্মিলিতভাবে জাদুঘরের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সহায়তা দিতে পারবে। সকলের সহযোগিতায় আগারগাঁও-এ গড়ে উঠেছে জাদুঘরের স্থায়ী ভবন। এখন প্রয়োজন এর পরিপূর্ণ বিকাশ। আসুন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তায় হাঁটি এক মাইল।

নিয়মাবলী

হাঁটি এক মাইল কর্মসূচিতে অংশ নিতে চাইলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তায় সাধ্য অনুযায়ী অনুদান প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগারগাঁও কার্যালয় অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন করা যাবে। অথবা পদযাত্রার দিন নিম্নলিখিত সময় ও স্থানে নিবন্ধন করে অংশগ্রহণ করতে

সময়	স্থান
ভোর ৫:০০-৬:০০	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
সকাল ৭:০০-৭:৩০	সিটি কলেজ
সকাল ৮:০০-৮:৩০	মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজ
সকাল ৯:০০-৯:৩০	রায়েরবাজার বধ্যভূমি
সকাল ১০:৩০-১১:৩০	বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ
সকাল ১১:০০-১১:৩০	দিয়াবাড়ি ঘাট
দুপুর ১২:৩০	সাদুল্যাপুর ঘাট
বিকাল ৪:০০	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন করুন, হাঁটুন এবং সাধ্য অনুযায়ী
অনুদান দিয়ে ইতিহাসের অংশী হোন

(পদযাত্রায় অনুদান-দাতা পদযাত্রী ও
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক
স্মারক-সনদ প্রদান করা হবে)

বিস্তারিত জানা ও প্রাক-নিবন্ধনের জন্য
যোগাযোগ করুন :

ঢাকা : ০১৭১৮০২৯৭৫৩, ০১৮১৪৭৯২৬২৫
মেহেরপুর : ০১৭৬৬৫১৫৪৮৪, ০১৭১৬৫৯২০০২
facebook.com/walkamileforlwm A_ev
facebook.com/ovijaatri.eco/

অভিযাত্রী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
প্লট # এফ-১১/এ-বি আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১৪-২৭৮০-৩
e-mail: mukti.jadughar.gmail.com
www.liberationwarmuseumbd.org

আমাদের জাদুঘর
আমরাই গড়বো

Cover Photo @ Iffat Farhana Tanni
Photo @ Rehman Sobhan Sonet